R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
১৪ই জুন ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

আদালত কক্ষের ভগ্নদশায় বিচার ব্যবস্থা অচল হলেও প্রশাসনে হেলদোল নেই

অসিত রায় : জঙ্গিপুর আদালতে জমে থাকা পাহাড় প্রমাণ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি না হওয়ায় মানুষের হয়রান ও অর্থ নষ্ট সমানে চলছে। সেই সাথে প্রয়োজনীয় বিচারকের অভাবে সমস্যাকে আরও বেশী জটিল করে তুলেছে। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনে গত ২২/১২/২০০৩ জঙ্গিপুর কোর্টে ফাস্ট ট্রাক কোর্ট চালু হয়। পরবর্তীকালে কোর্টের পুরনো বিল্ডিং-এর পশ্চিমদিকে নির্মিত প্রাচীন ঘরগুলোতে মুন্সেফদের যে কোয়ার্টার ছিল সে সব সম্পূর্ণভাবে সংস্কার করা হয়। ফাস্ট ট্রাক প্রথম কোর্ট এবং ফাস্ট ট্রাক দ্বিতীয় কোর্ট চালু হওয়ার মাস দুই আগে এই সংস্কার কাজ শেষ হয়। এ্যাডিসানাল জেলা জজ হিসেবে প্রথম কোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন শ্রীবাস দাস এবং দ্বিতীয় কোর্টের আশিষ সেনাপতি। কিন্তু আভ্যন্তরীণ নানা কারণে বিচারক শ্রীবাস দাসের সংগে আইনজীবীদের সংঘাত শুরু হয়। ফলে জঙ্গিপুর আদালতের আইনজীবীরা শ্রীদাসের কোর্ট বয়কট করেন দীর্ঘকাল। সমস্যা সমাধানে জেলা আদালত এমন কী উচ্চ আদালতেরও স্মরণাপন্ন হতে হয়। এই বছর জানুয়ারী মাসের দিকে প্রায় মাস দুয়েক কোর্টে অচলাবস্থা চলার পর শ্রীবাসবাবু অন্যত্র বদলী হন। সেই থেকে ফাস্ট ট্রাক কোর্ট ফাঁকা পড়ে আছে। দ্বিতীয় কোর্টের বিচারক শ্রী সেনাপতি গত সপ্তাহে বিচারকক্ষে ঢোকার মুখে ছাদের বেশ কিছুটা অংশ ধসে পড়ে। কোন অঘটন না ঘটলেও আশংকিত বিচারক বর্তমানে ফাস্ট কোর্টের এজলাসে দ্বিতীয় কোর্টের কাজ চালাচ্ছেন। তাঁর ঘর আপাততঃ বন্ধ। (শেষ পৃষ্ঠায়)

মহকুমার বিজয়ী বামফ্রন্ট বিধায়কদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ওয়েষ্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন কপিরাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন (সি. আই টি. ইউ) জঙ্গিপুর ইউনিট মহকুমার বিজয়ী বামফ্রন্ট বিধায়কদের এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গত ৯ জুন রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবন মঞ্চে। অনুষ্ঠানের নিয়ম বজায় রেখে অনমিত্র ব্যানার্জী এবং সম্প্রদায়ের গণসংগীতের মাধ্যমে সভার শুরু। উপস্থিত শ্রোতাদের একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে মধ্যপর্বে ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রূপকার শাখার সমবেত সংগীত। বামফ্রন্টের চার বিজয়ী বিধায়ক—আবুল হাসনাৎ খাঁ, তোয়াব আলী, পরীক্ষিত লেট এবং জানে আলম মিঞা, সেই সাথে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃত্বকেও সম্বর্ধনা জানানো হয়। পরবর্তীকালে বিড়ি মজদুর, মোটর শ্রমিক, স্ট্যাম্প ভেন্ডার, ডিড রাইটার এবং ট্যাক্সি ইউনিয়ন প্রভৃতি স্থানীয় সি. আই. টি. ইউ সংস্থার পক্ষ থেকেও তাঁদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার জঙ্গিপুর ইউনিটের সভাপতি চিরঞ্জীব দাস তাঁর বক্তব্যে এই প্রযুক্তির যুগে রাজ্যের হাজার হাজার কপি রাইটারের সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের যে সম্ভাবনা চলে এসেছে তা থেকে মুক্তির জন্য বিধায়কদের সচেষ্ট হতে অনুরোধ জানান। দলিল লেখার প্রয়োজনে কমপিউটার প্রযুক্তির সাহায্য অনিবার্য্য হলেও এই ব্যবস্থা তাদের কোন মতেই যেন কর্মচ্যুত না করে। এক সময় তাদের কর্মচ্যুত না করার আশ্বাসও দেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। তবুও তারা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে (শেষ পৃষ্ঠায়)

সাগরদীঘি বিদ্যুৎ প্রকল্পের চোরাই লোহা উদ্ধার, একজন ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রাম সেখপাড়া এলাকা থেকে নিয়মিত লোহা পাচারের খবর চারিদিকে প্রচার হয়ে যায়। সেখপাড়ার লোকজনদের বিদ্যুৎ প্রকল্পের ইয়ার্ড থেকে প্রকাশ্যে বড় বড় লোহার রড নিয়ে চলে যেতে দেখলেও ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করে না। প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন ঠিকাদারের লোহা চুরির খবর আমাদের পত্রিকায়ও বার হয়। কিন্তু লোহা পাচার আজও অব্যাহত আছে। গত ৩ জুন মনিগ্রাম ঈদগাহা মোড়ে জীপ রেখে সাদা পোষাকের কয়েকজন পুলিশ সেখপাড়া এলাকায় হানা দেয়। সেখানে জাব্বার সেখের বাড়ীর কোঠা থেকে প্রচুর পরিমাণ চোরাই লোহা উদ্ধার করে। জাব্বারের ছেলে আনোয়ার হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। মনিগ্রাম সেখপাড়া এলাকা থেকে প্রায় ট্রাক ট্রাক লোহা পাচার হচ্ছে বলে এলাকার মানুষ পুলিশকে জানান।

রেজিষ্ট্রেশন লাইন ত্রুটিপূর্ণ থাকায় নতুন গ্রাহক পরিষেবা বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নতুন গ্রাহক পরিষেবার ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশন লাইন অকেজো থাকায় মাঝে বেশ কয়েকদিন গ্রাহকদের টাকা জমা নেয়া বন্ধ থাকে। নতুন লাইনের ফরম ও টাকা নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ টেলি দপ্তরে ঘুরে আসতে হয় দিনের পর দিন। রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের জেঠিয়া গ্রামের অপূর্ব দাস অভিযোগ করেন, তিনি পর পর তিন দিন দপ্তরে গিয়ে হয়রান হয়। কবে গেলে টাকা জমা নেয়া হবে সে ব্যাপারেও কর্মীরা কিছু বলতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে টেলি দপ্তর সূত্রে জানা যায়—রেজিষ্ট্রেশন লাইন এক সপ্তাহের ওপর বিকল থাকায় নতুন (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

॥ ঐ আসে ॥

নীল নবঘনে সঞ্চারমান মেঘের ছায়া। বহু যুগের ওপার হইতে আষাঢ় আসিতেছে। আসিতেছে তাহার পূর্বাভাস মিলিয়াছে। আবহবিদদের কথায় তাহার প্রতিভাস। উত্তরবঙ্গে অবস্থানকারী মৌসুমী হাওয়া আসিয়া পেঁছাইয়াছে দক্ষিণবঙ্গে। সাথে আনিয়াছে কোথাও কোথাও রিমঝিম আর কোথাও টুপটাপ ঘুঁইফুলি বৃষ্টি। বিগত বৎসরে এই হাওয়া ঢুকিয়াছিল জুনের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে। এই বার গত রবিবার হইতে বাদল দিনের মাদলে ধ্বনিত হইতে লাগিয়াছে বর্ষা-মঙ্গলের আগমনের মাঙ্গলিকী। মেঘের উত্তরীয়তে ঢাকা পড়িতে দেখা যাইতেছে আকাশকে। তাহার সাথে চলিতে দেখা যাইতেছে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা। পহেলা আষাঢ় আসিতে এখনও কয়েক দিন বাকী। যাহাই হোক তাহার এই আগমন পল্লী বাংলার কৃষিজীবী মানুষের নিকটে প্রার্থিত এবং অভ্যর্থিত।

খরার দাবদাহে হাসফাঁসানি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। নদী-নালা-পুকুরের বুকে জল নামিয়া আসিয়াছিল তলানিতে। পানীয় জলের দেখা দিয়াছিল তীব্র সংকট। শহরের নলকূপের পাইপে ধরিয়া ছিল প্রচন্ড টান। তৃষ্ণার জলটুকুও মিলিতেছিল না কোন কোন স্থানে। পুরসভার সারফেস ওয়াটার সাপ্লাইয়ের সময়মাফিক জল সরবরাহ অনেকেরই তৃষ্ণার শান্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের মাঠেও দেখা দিয়াছিল তৃষ্ণাদীর্ণ রূপ।

কপাল ভাল নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বর্ষার পদসঞ্চার হইয়াছে দক্ষিণবঙ্গে। কয়েক দিন পূর্বেও আবহাওয়ার চাপান উতোর চলিতেছিল পশ্চিম ভারত এবং পূর্ব ভারতের মধ্যে। আবহাওয়া সাংবাদিকদের মতে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমের দুই রাজ্য গুজরাত এবং মহারাষ্ট্রও বর্ষাকে লইয়া চলিয়াছে দড়ি টানাটানি। আবহ সংবাদ সূত্রে প্রকাশ— উত্তরবঙ্গ হইতে একটি নিম্নচাপ রেখা বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে এবং ফলতঃ দাক্ষণ-পশ্চিম মৌসুমী হাওয়ার শক্তিকে বাড়াইয়া দিয়াছে। আবহবিদদের এই যুক্তির উৎস হইতেছে উপগ্রহ চিত্র।

যাহাই হোক, অনেকেরই ধারণা এইবার ভাল বর্ষা হইবে। তপের তাপের বাঁধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। ঝর ঝর ধারায় নামিয়া আসিবে বাদলের ধারা। কালি মাখা মেঘে তাহার আভাস। ভৈরব হর্ষের মধ্যে ধ্বনিত হয় তাহার পদধ্বনি।

বর্ষার আগমনে যেমন আনন্দ জাগে তেমনি জাগে আতঙ্ক। বিশেষ করিয়া যাহারা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করেন। আমাদের জেলার কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের চোখে নববর্ষার মেঘ মোহাঞ্জন মাখায় না, পরাইয়া দেয় দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার এক দোয়াত কালিমা। ভাঙনের শব্দ তাহাদের বক্ষের হৃদস্পন্দনকে প্রতিনিয়ত বাড়াইয়া দেয়। ভাঙন প্রতিরোধ নেতাদের কেবল প্রতিশ্রুতিমাত্র ফাঁকা বুলি তাহাদের নিকটে। জেলার অনেক অঞ্চলের মানুষের বর্ষা মানে বিনাশ—ধনে-প্রাণে। ভাঙন কবলিত হইয়া পড়িবে তাহাদের সাত পুরুষের ভিটাখানি।

বর্ষা মানে কবিদের চোখে নীলাঞ্জন আর নদী তীরবর্তী সাধারণ মানুষের চোখে আতঙ্ক আর দুঃস্বপ্ন। তবুও সে বহু যুগের ওপার হইতে সময়ে অথবা দেরীতে আসে। সে আসে। ঐ আসে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় ১০ মে '০৬ সংখ্যায় সাধন দাসের লেখায় পড়লাম 'আমাদের রবীন্দ্রনাথ' এই অন্তর্ভাবনাটি। লেখক প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ কি ক্রমশঃ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন ?' এবং 'ভোগবাদের যুগে রবীন্দ্রনাথ নাকি ব্রাত্য !!' ডটকমের যুগেও লেখকের এই সংশয়কে হীনমন্যতার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রতিটি মানুষের জীবনকে এক তৃতীয়াংশ দখল করে রেখেছেন। তাই বলে তিনি 'ভাবনা'কে স্থির রাখবার কে ?? অথবা 'ভাবনা'কে স্থির রাখবার দায়বদ্ধতা তাঁর নেই। এখন ইনফরমেশন টেকনোলজির যুগ। ভাবনা বহুমুখি প্রসারক্ষম। তাই আজকের কবি লেখকদের কলম থেকে বেরিয়ে আসে ফ্লাইওভার, বেরিয়ে আসে হটটেক। তার জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্রাত্যই বা হবেন কেন ? আর দূরেই বা যাবেন কেন ? রবীন্দ্র সঙ্গীতের পাশাপাশি না হলেও বৃন্দগানগুলিই বা কম কিসে ? তাতেও আছে জীবনবোধ এবং এই বোধ আছে আজকের পরিসরকে ছুঁয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হাপিত্যেশ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এখানে এও বলা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ যখন লিখছেন—

'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশমরত্ন নবরত্নের মালে।'

তখন পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। মনীষী অতুলচন্দ্র গুপ্ত তো বলেই ফেললেন—'রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি, কিন্তু তিনি কালিদাসের কালেই জন্মেছেন।'

(রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য)

রবীন্দ্রনাথের ভাষা ছিল অতি সাধারণ, যেখানে পাঠকের কালসমান বুদ্ধি অনায়াসে প্রবেশ করে, কিন্তু আজকের কবি-লেখকদের রচনা পড়তে গেলে পাঠককে হতে হয় সার্বিক বোদ্ধা। বুদ্ধিকে করতে হয় সুঁচের মত সূক্ষ্ম। রবীন্দ্র পরিসর থেকে মুক্ত না হলে এই সূক্ষ্মতা আসে না। এবং বলে রাখি রবীন্দ্রনাথের কলমে 'ক্রমশঃ' শব্দটি আজও ঠিক, কালও ঠিকই থাকবে। তবে লেখকের কলমে ওই শব্দটি এখনই ভুল। কারণ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সংশোধিত রূপ 'ক্রমশ'। স্কুলপাঠ্য সহ সর্বত্র এই বিধি মানতে হবে। সেখানে তস্ বা শস্ প্রত্যায়ান্ত শব্দগুলিকে আর বিসর্গ দিয়ে সাজাবার দরকার নেই।

সুভাষ রবিদাস/রঘুনাথগঞ্জ

টা-টা অন্য গাড়ি

হরিলাল দাস

সম্পাদক ভায়া মাঝেসাঝে তাগিদ দেন, লেখা দিতে। কিন্তু লেখার সময় পাচ্ছি না। কেবল পড়ছি ও শুনছি হরেক কিসিমের উন্নয়নের বার্তা, আর ভাবছি। সুভাষবাবুর ভাবনা এবং আমার ভাবনায় মিল আছে। যদিও দুই দিকে মুখ করে চলেছে আমাদের ভাবনা সমাজতন্ত্রী পুঁজিবাদের পথে। টাটাদের গাড়ি নাকি মাত্র এক লক্ষ টাকায় কেনা যাবে। পরিবহন মন্ত্রী বলছেন, অসম্ভব। কারণ, যদি এই কটা টাকা দিয়ে গাড়ি কেনা যায় তবে তো আর কেউ ট্রামে-বাসে উঠবেন না। ফলত পরিবহন ব্যবস্থাটাই না থাকলে মন্ত্রীর পদও থাকবে না। অন্যদিকে আমার ভাবনা হচ্ছে, অতো সস্তায় গাড়ি পাওয়া গেলে, রাস্তায় কেবল মোটরগাড়ির ভিড় লেগে যাবে—সাইকেল, মোটরবাইক, রিক্সা সব শোবার ঘরে গ্যারেজ করে কার চালাবেন জনগণ। তখন আমার মতো পথচারিদের কী হবে ?

এক বাঙালিবাবু বুদ্ধি দিলেন, রাস্তা জ্যাম হলে লাইন মেরে যত গাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে, কার্যত তখন উন্নততর রাস্তা ক্লিয়ার থাকবে, মানে গাড়ির ছাদে ছাদে হেঁটে এপাড়া থেকে ওপাড়া স্বচ্ছন্দে যাওয়া যাবে। এই সম্ভাবনা আমার পছন্দ হল না। তিনি মাননীয় বুদ্ধদেবকে ঠাট্টা (পর পৃষ্ঠায়)

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন যুগে যুগে

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অতীতকালে গ্রাম্যপ্রবাদ ছিল কুকুর হাঁড়ি খেলে কুকুর না মেড়ে হাঁড়ি ফেলে দেওয়ার। এতেই শুদ্ধিকরণ। পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলন, নরমপন্থীদের আন্দোলন, এগুলো পেরিয়ে মানুষ পরিগ্রহ করেছিল বিপ্লবীদের। আঘাতের পরিবর্তে আঘাত। তখন থেকেই শুরু হলো হাঁড়ি ফেলে না দিয়ে কুকুর মারো যাতে করে হেঁসেল খেকোদের অত্যাচার স্তিমিত হয়। বিপ্লবীরা তা করে দেখিয়ে ছিলেন। মানুষ বুঝতে পারল অত্যাচারী শেষ কথা বলে না অত্যাচারিতই শেষ কথা বলে। এঁরা চরমপন্থী। এঁরা সব যুগেই ছিলেন ও আছেন। বৈদিকযুগে মার্কন্ড পুরাণে বলা হয়েছিল তিনিই কালী—যিনি "অত্যাচারীর ওপর অত্যাচার করেন।" ৭০ এর দশকে 'ইন্দিরা একাদশী' লিখে বরুণ সেনগুপ্ত জেলে গিয়েছিলেন। সন্তোষ ঘোষও ছাড় পাননি। ইন্দিরারও গদি টেকেনি। রেল বিদ্রোহ বাম আন্দোলন উত্তাল করে তুলেছিল গোটা পশ্চিম-বাংলাকে। জনরোষ তুঘলকি পাট্টার অবসান ঘটিয়েছিল। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন লাঙ্গোয়াল, ভিন্দ্রেয়াল তৈরী করেছিল ঠিকই। কিন্তু তার মাশুলও ইন্দিরা গান্ধীকে দিতে হয়েছিল। একই পথে মিঃ ক্লিন রাজীব গান্ধীও প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন হঠাৎ করে যেমন নেতা করে আবার উত্তাপ কমে গেলে প্রকৃতিগতভাবে শাস্তি পেতে হয়। এত উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও আত্মহননের পথ ছোট থেকে বড় রাজনীতিবিদ্‌রা কেন বেছে নিচ্ছেন। এর কারণ ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে ফাটকা পয়সা ঘরে তুলতেই গোটা দেশে রাজনীতির ও দুর্বৃত্তায়নের এত রমরমা। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা এখন স্বশাসিত ক্ষেত্রে শাঁসালো ব্যবসার রমরমা ঠেক চালাচ্ছেন। একথা জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়ার পর স্বীকার করেছিলেন, জেলা পরিষদ, পৌরসভাগুলিতে দুর্নীতি আছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। ক্যাগের রিপোর্টে জেলা পরিষদ, পৌরসভাগুলির বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার হিসাব গরমিল প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের এ মন্তব্য করেছিলেন। একথা সব পৌরসভায় কাউন্সিলরদের 'ব' কলমে ঠিকাদারীর দাপটে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেনে নিতে নিতেও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা পৌরপিতাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তি তা প্রমাণ করে। উন্নয়ন মানেই 'ইটিং'—এটা প্রায় এখন সমার্থক। স্বশাসিত ক্ষেত্রে কোন সরকারী নিয়মের তোয়াক্কা না করে বিনা টেন্ডারে, সিডিউলে কাজ করানো। বাড়ীর কাছের পৌরসভাগুলি এখন এ নিয়মে ধাতস্থ। উন্নয়ন, পর্যটন, মিটিং, মাটাং শব্দের ফুলঝুরিতে আক্কেলগুড়ুম জনতা হঠাৎ করে নিজের পোলে নিয়ন আলো দেখলে পড়েই খুশি। "সেই করেছো ভালো নিঠুর পৌরপিতা হে" বলে গেয়ে উঠছেন। প্রতিবাদ, ন্যায়, অন্যায়, আইন, নিয়ম এগুলি এখন স্বশাসিত ক্ষেত্রে এঁরাই তৈরী করছেন। কোথাও ত্রিশঙ্কু পৌরসভা—অন্য দলের পিতা ছেলেদের নিয়ে নাজেহাল। বিরোধীরা খরচা তুলতে নৌকার খোলে তামুক খাচ্ছে। দল, আদর্শ, বিশ্বাস, সত্য সবকিছু ত্যাগ করা যায় অর্থের জন্য, কিন্তু অর্থ ত্যাগ করা যায় না কোন কিছুর স্বার্থে। এহেন সমাজ ব্যবস্থায় ঘরে বাইরে ভয় পেতে পেতে জনতা এখন কংসবধকারী জনার্দন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দুর্বৃত্তদের বৃত্ত ছাড়া করতে দলে শাস্তি, সমীক্ষা নিয়মিত খোঁজ খবর, আচার আচরণে নজরদারী বোধহয় আগামী দুর্বৃত্তায়নমুক্ত রাজনীতির বাতায়ন দেবে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

পঞ্চায়েত অফিসে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বাড়ালায় অবস্থিত জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গত ১ জুন রাতে এক দুঃসাহসিক চুরি হয়। দুষ্কৃতীরা তিনটি অফিস ঘরের মোট কুড়িটি তালা ভেঙে আলমারি থেকে ১৪,৭৭৫-০০ টাকা নিয়ে যায়। এলাকার পাঁচটি শৌচাগার নির্মাণের জন্য টাকাটা রাখা ছিল বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী জানান। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

এনটিপিসির ডিরেক্টার পদে শ্রীবাস্তব

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা এনটিপিসির হিউম্যান রিসোর্স বিভাগের ডিরেকটার পদে যোগ দিয়েছেন আর. সি. শ্রীবাস্তব। পেশায় তিনি ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পদে শ্রীবাস্তব গত ২৫ বছর ধরে এনটিপিসির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। এখানে যোগদানের পূর্বে তিনি NESCL এর CEO পদে আসীন ছিলেন। সিমহাদ্রি প্রজেক্টে জেনারেল ম্যানেজার থাকাকালীন তিনি সম্মানজনক IPMA পুরস্কার লাভ করেন।

টা-টা অন্য গাড়ি (২য় পৃষ্ঠার পর)

করছেন না কি ? এদিকে এক ড্রাইভিং ট্রেনিং ইস্কুলের মালিকের খুব ফূর্তি। হিসেব কষছেন, লক্ষ লক্ষ গাড়ি চালাতে লক্ষ লক্ষ ড্রাইভার দরকার। বেকার যুবতী যুবকদের তিনি উৎসাহ দিয়ে কম্পুটারি ছাড়ি ডাইভারি শিখতে বলছেন। দায়বদ্ধতায় এই খবরটা লিখে ফেললাম। ছাপা হলে কতকটা বিজ্ঞাপনের কাজ করবে।

ভ্রম সংশোধন

রেশন ডিলার এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তুষারকান্তি সেনের প্রতিবাদ পত্রের প্রেক্ষিতে জানাচ্ছি—গত ৩১ মে '০৬ এর জঙ্গিপুর সংবাদ-এ 'রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হলেন রেশন ডিলার' শিরোনাম সংবাদের এক জায়গায় "কোন সিপিএম পরিবার যদি বলে আমি চাল-গম নিইনি" ছাপা হয়েছে। ওখানে 'সিপিএম' পরিবারের পরিবর্তে 'বিপিএল' পরিবার হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

দারিদ্রসীমার নিচের মানুষদের কাছ থেকেও টাকা আদায় চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের পশু চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত ডাঃ চিরদীপ হাজরা বিপিএল কার্ডধারীদের কাছ থেকেও গৃহপালিত পশুর চিকিৎসা করতে গেলে টাকা আদায় করছেন বলে অভিযোগ। অথচ সরকারী নিয়মে ঐ শ্রেণীর কোন পয়সা লাগেনা। উল্লেখ্য, এখানে ডাক্তার ও কম্পাউন্ডারের মধ্যে বাক্যালাপ না থাকায় চিকিৎসা করতে গিয়ে অযথা লোককে হয়রান হতে হচ্ছে। অথচ গরমের প্রকোপে পশুদের মধ্যে নানা উপসর্গ লেগেই আছে।

গঙ্গাবক্ষে শিক্ষামূলক ভ্রমণ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলকাতার বিভিন্ন কলেজের এনসিসি প্রশিক্ষণরত ৪২ জন ছাত্রছাত্রীর একটি দল নৌকাযোগে গঙ্গাবক্ষে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ফরাক্কায় আসেন। সেখানে ফরাক্কা ঘাট থেকে এই ভ্রমণের শুভ সূচনা করেন ফরাক্কা বিদ্যুৎ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার। এই দলে ১২ জন ছাত্রীও ছিলেন। ভ্রমণের উদ্দেশ্য গঙ্গার নাব্যতা পর্যবেক্ষণ ছাড়া নদীর দু' ধারের ঐতিহাসিক স্থানগুলো যাতে ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে আকর্ষণীয় করা যায় সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট দপ্তরে মতামত জানানো।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কয়েকটি স্কুলের ফলাফল

রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল (মাধ্যমিক) মোট পরীক্ষার্থী ২৫৮, ১ম ৮২, ২য় ১১৭, পাস ৩৬, ষ্টার ৩২, সর্বোচ্চ হাম্বীর চৌধুরী (৭৩৮)।

(উচ্চ মাধ্যমিক) মোট পরীক্ষার্থী ১৫৬, ১ম ১৯, ২য় ৪৯, পাস ৩৪, সর্বোচ্চ হুমায়ুন রেজা (৭৩৬)।

জঙ্গিপুর হাই স্কুল (মাধ্যমিক) মোট ১৮১, ১ম ২০, ২য় ৮৫, ষ্টার ৭, সর্বোচ্চ বর্ণব ব্যানার্জী (৭৫৫)।

(উচ্চ মাধ্যমিক) ঃ মোট ২৯১, ১ম ১১৭, ২য় ১১৯, ষ্টার ১৬ সর্বোচ্চ মহঃ আসিফ সেখ (৮৩৩)।

কাঞ্চনতলা জে ডি জে ইনষ্টিটিউশন ঃ মাধ্যমিক মোট ১৫৯, ১ম ৪২, ২য় ৭১, পাস ২৭, ষ্টার ১৫, সর্বোচ্চ মাসুদ রেজা (৭৪১)।

(উচ্চ মাধ্যমিক) মোট ২৬৪, ১ম ৩৭, ২য় ৭১, পাস ১২৬, ষ্টার ৩, সর্বোচ্চ নিলুফার ইয়াসমিন (৭৮২)।

মির্জাপুর হাই স্কুল ঃ (উচ্চ মাধ্যমিক) মোট ১৬৭, ১ম ২২, ২য় ৩৭, পাস ১৫, ষ্টার ২, সর্বোচ্চ গৌতম নস্কর (৭৮৬)।

রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুল ঃ (মাধ্যমিক) মোট ২৪৫, ১ম ৪৮, ২য় ৬০, পাস ৩১, ষ্টার ১২, সর্বোচ্চ সুকন্যা সরকার (৭৪০)।

জঙ্গিপুর গার্লস হাই স্কুল ঃ (মাধ্যমিক) মোট ২০০, ১ম ১৮, ষ্টার ৩, সর্বোচ্চ তামান্না ইয়াসমিন (৭৪৪)।

(উচ্চ মাধ্যমিক) মোট ৪০, সফল ১২, ১ম নাই।

জোতকমল হাই স্কুল ঃ (মাধ্যমিক) ১ম ১২, ২য় ২৫, পাস ২১, ষ্টার ২, সর্বোচ্চ আবদুল আলিম (৬৮৬)।

সাগরদীঘি হাই স্কুল ঃ (মাধ্যমিক) মোট ১৩৪, ১ম ৩১, ২য় ৫৬, পাস ২৯, ষ্টার ১১, সর্বোচ্চ পূর্ণেন্দু দাস (৭১৯)।

(উচ্চ মাধ্যমিক) মোট ৩২০, ১ম ৪৩, ২য় ৮১, পাস ৯৯, ষ্টার ৮, সর্বোচ্চ আশিক ইকবাল (৮৬৩)।

জোতকমল উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে ১৭ই জুন '০৬ পর্যন্ত। আবেদন করা যাবে বাংলা, ইংরাজী, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, সংস্কৃত, ভূগোল বিষয়ে।

প্রধান শিক্ষক
জোতকমল উচ্চ বিদ্যালয়

পাত্র চাই

বৈষ্ণব, বয়স ২২, উচ্চতা ৫' ২", অতি সুন্দরী, ফর্সা অবস্থা-সম্পন্ন ঘরের একমাত্র কন্যা। সংস্কৃতে এম, এ পাঠরতা। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক, সরকারী উচ্চপদে চাকুরিরত ফর্সা সুদর্শন স্মার্ট পাত্র কাম্য। সবর্ণ বা উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। স্থানীয় অগ্রগণ্য। ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ২৬৬২০৮/২৬৬৮১৩

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই আষাঢ় শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
॥ কার্ডস ফেয়ার ॥
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

গ্রাহক পরিষেবা বন্ধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রাহকদের টাকা জমা নেয়া বন্ধ রাখা হয়েছিল। বহরমপুর থেকে মেকানিক এসে রেজিষ্ট্রেশন লাইন চালু করায় আবার যথারীতি নতুন গ্রাহকদের টাকা জমা নেয়া শুরু হয়েছে। টেকনিক্যাল লোকের অভাব থাকায় গ্রাহক পরিষেবা অনেক ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হওয়ার কথাও টেলি দপ্তর স্বীকার করে।

প্রশাসনে হেলদোল নেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

সেখানে ছাদ চুঁয়ে বৃষ্টির জল পড়ে মূল্যবান সব নথিপত্র নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য জঙ্গিপুর আদালতের উত্তর-পশ্চিম দিকে খড়খড়ি নদীর ধারে ১৮/১৯ বছর আগে একটি নতুন বিল্ডিং তৈরী হয়। ঐ বিল্ডিং-এর নীচের তলায় সাব-জজের কোর্ট সমেত তাঁর ব্যক্তিগত চেম্বার, এ. নি. জে. এম.-এর চেম্বার, কপিং সেকসানসহ দোতলায় জি. আর. অফিস চালু আছে। কিন্তু সেখানেও সাব-জজের এজলাসসহ বিল্ডিং এর বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। এই কারণে মাস দুই আগে সাব-জজ কোর্টকে পুরনো বিল্ডিং-এর দোতলায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং সেখানেই কোর্টের সমস্ত কাজ চলছে। এই পরিস্থিতিতে প্রবীণ আইনজীবীদের পক্ষে দোতলায় ওঠানামা বেশ কষ্টদায়ক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোর্ট বিল্ডিং সংস্কারে প্রশাসনিক স্তরে এখনও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে এক প্রবীণ আইনজীবী ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বামফ্রন্ট বিধায়কদের সম্বর্ধনা (১ম পৃষ্ঠার পর)

দিন কাটাচ্ছেন। তাদের সাংগঠনিক আন্দোলনের ফলে এখনও কোথাও এই প্রযুক্তি চালু করা সম্ভব হয়নি। এই প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বর মধ্যে চার বিধায়কের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জানে আলম মিঞা, সংস্থার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব প্রদীপ সিংহ রায়, পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, উদয় ঘোষ প্রমুখ। তাঁদের বক্তব্যে কপি রাইটার্সদের নানা সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে চলে এসেছে অনেক বিধিনিষেধের ঘেরাটোপ অতিক্রম করে বামফ্রন্টের নির্বাচনী সাফল্যের কথা। সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ বা ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির কথা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন নীতির ফলে জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। ফলে খেটে খাওয়া শ্রমজীবীরা আজ হতাশায় দিন কাটাচ্ছে। তাদের সার্বিক উন্নয়নে সম্মিলিত সংগ্রাম এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে করতে হবে হাতিয়ার।

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর মহাবীরতলায় জগন্নাথ মাষ্টারের গলিতে সোয়া তিন শতক জায়গাসহ বাড়ী বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

দিলীপকুমার সাহা
মোবাইল ঃ ৯৭৩২৭৫০৮৭৯

জায়গাসহ বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ায় সদর রাস্তার উপর অশোক জৈনের বাড়ী সংলগ্ন ১৫ শতক জায়গা প্লট করে বিক্রী করা হবে।

বলরাম দাস
(ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষক)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।